লুনি
মোঃ আবদুল খালেক

আসলেই আশা শেষ হয়ে যায় না। একটা আশা ভেংগে গেলে অন্যটি নিরবে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। তখন কান কে সজাগ রাখতে হয়। দরজা খুলতেই দক্ষিণা বাতাসের মত হু হু করে প্রফুল্ল আশার ঢালি হতচকিত করে। আবার আশা ধরা দেয়। জীবন ফুল্ললিত হয়। গোটা ফলের ভাড়ে আগডাল পৃথিবীকে কুর্নিশ করে তখন। হয়ত বিধাতা এভাবেই প্রতিদান দেন, জীবন কে প্রাণবন্ত করেন। তাইতো তাঁর গুনগানে সারা জগতে সর্বদাই বসন্ত বয়ে যায়।
সেজে গুজে লুনি যখন স্কুলে যাচ্ছিল তখন একা একা জান্নাত ওর দিকে তাকায়ে এসব কথাই ভাবতেছিল। লুনিই ওর মেয়ে, একমাত্র মেয়ে। ওকে এত ভাল লাগে যে ওকে স্কুলে পাঠাতে ইচ্ছে করে না। শুধু সারাক্ষণ কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। ওকে নিয়েই আনন্দে আর গানে জান্নাতের যে কখন দিন কেটে যায় তা সে টের ই পায়না । লুনি বড় হবে । ওর সব অভাব গুলো জান্নাত নিজ হাতে পূরন করে দিবে,শাসন করবে, নিজের মনমত বড় করবে, ওর মা ডাকের শব্দে উজাড় করবে নিজের পৃথিবীকে।তারপর একদিন কাঁদতে কাঁদতে লুনির হাতকে তুলে দিবে এক রাংগা যুবকের হাতে। তারপর—-,তারপর আর ভাবতে পারছেনা জান্নাত।এতদিন কি বেঁচে থাকবে জান্নাত?সম্ভিত ফিরে এলে একবার লুনিকে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু অলুক্ষণে পিছু ডাকের কথা মনে করে তা আর হয়নি। ওর দিকে তাকায়ে থাকতে থাকতে চোখের তারা শুকিয়ে আসছিল।তাই জান্নাত চোখে পল দিয়ে এবং একবার সবুজ বৃক্ষের দিকে তাকায়ে গুন গুন করতে করতে আস্তে আস্তে আপন ঘরে ফিরে এল।
কোথাও একটা দলছুট দেরীর আক্ষেপ মাঝে মাঝে ওকে বিরক্ত করে। বাঁচার তাগিদে নয়, জীবন সুন্দরের জন্য তাকে আরও বাঁচতে ইচ্ছা করে। পরিবর্তিত জীবনের এ দিকটা সে আগে স্বপ্নেও দেখেনি। অথচ এখন চারপাশে তার রূপালী স্রোতে সমুদ্র গান।
এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে পাঁচ ছেলের পর, বড়মেয়ে হিসাবে মাবাবার কোলে জান্নাতের আগমন। পিতামাতার অতি আদরের। মা'র চেয়ে বাবার কাছেই আদর বেশী। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর বাবার একবারও মনে হয়নি তার আদরের মেয়ের বিবাহ দিতে হবে । মায়ের তাগিদে অবশেষে জান্নাতের বিবাহ হল এক সরকারী চাকুরি ওয়ালা যুবকের সাথে।ঐ যুবকটি বিবাহ প্রাক্কালে সিলেট শহরে একটি প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করছিল। প্রশিক্ষনের মধ্যবর্তী সময় এক স্বল্পকালীন ঈঁদ ছুটিতে বাড়ী আসছিল বাবামা'র সাথে ঈঁদ করতে। বাড়ীতে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে তিনি আনমনা হয়ে বাড়ীর কথা ভাবতে ভাবতে অতি গোপনে আপন বিবাহের কথাও ভাবছিল। এখন তার জীবন বসন্তে উচ্ছলিত। একা একা কথা বলতে বলতে বলে ফেলল- যদি এ সময় বাড়ী গিয়ে তার বিবাহ হয়ে যায়, তা হলে তিনি শহরের আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রঃ)এর মাজার শরীফ জিয়ারত করে দোয়া ও দানখয়রাত করবে।সিলেট শহরের আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রঃ)এর প্রতি এভাবেই তিনি তার দোয়ার কামনায় মানত করে ফেলল।এ কথা চিন্তার পর,সে আবার নিজের আহম্মকির কথা ভেবে লজ্জিতও হল। প্রথমতঃ একজন কামেল ওলী কে উপলক্ষ্য করে এরকম চিন্তা তার ঠিক হয়নি। কেননা এসময় বিবাহের জন্য কোন পুর্ব দেখা পাত্রী ও নির্বাচিত নাই এবং দ্বিতীয়তঃএ স্বল্পকালীন ঈঁদ ছুটিতে যাবার কথাও বাড়ীর অভিবাবক কেউ জানেনা । সুতরাং তার আকাশ কুসুম চিন্তার ফলপ্রসুতার কোন বাস্তব সম্ভাবনা একেবারেই অবান্তর ।
যুগপৎ সংঘটন বা অলৌকিক ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, তবে ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই যুবকটির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ছুটিতে যাবার আগে যুবকের এক বন্ধু তাকে একটি চিঠি পড়িয়েছিল। বন্ধুটিও প্রশিক্ষণ শেষে কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছিল। সেখানে বন্ধুর বড়বোন একটি মেয়ের সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত লিখেছিল। সব কিছু ঠিক থাকলে বন্ধুটি ছুটি যাবার পর তার সাথে ঐ মেয়েটির বিবাহ হবার কথা। বন্ধুটির বিবাহ কখন হয়েছিল জানেনা ,তবে যুবকটি তার অলৌকিক বিবাহের পরে হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখেছিল -তার স্ত্রী জান্নাতই হচ্ছে সেই মেয়েটি,যার সম্পর্কে তার বন্ধুর বড়বোন তার চিঠিতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছিলে ।

বিবাহের পর সুখেই ছিল জান্নাত। স্বামীর চাকুরীর সুবাদে এবং দুজনের ভ্রমণ বিলাসী মানসিকতায় তারা ঘুরে বেরিয়েছে দেশের প্রায় সর্বত্র অঞ্চল। ভেসে যাচ্ছিল এক বসন্ত থেকে অন্য বসন্তের সুবাসি হাওয়ায়। তবুও কি যেন একটা মেয়ে জন্মের স্বার্থকতার তীব্র বাসনায় সে তাড়িত হচ্ছিল শুস্ক মরু হাওয়ায়। প্রাপ্তির তীব্র বাসনায় সে ফোপাতো রাতের আঁধারকে স্বাক্ষী রেখে। সংস্কার কুসংস্কার এর বাচবিচার না করে ডাক্তার কবিরাজ সবারই পরামর্শ ,পরীক্ষা নীরিক্ষা গ্রহন করেও যখন কোন ফল হোল না ,তখন আবার তারা স্মরণ করল সিলেটের হযরত শাহ জালাল (রঃ) কে। দুজনে আবার ছুটে গেলেন তাঁর মাজার জিয়ারত ও দোয়া খায়ের এর জন্য।ফল এবার এলো। এর পর কয়েক মাস কেবল আনন্দ আর আনন্দ। জান্নাত আনন্দে দিগন্তের নীল আকাশ ছুঁতে যাচ্ছে। তারপর পুর্নিমার আলোর জোয়ার নিয়ে একজন ফুটফুটে এলো জান্নাতের ঘরে।সাথে তার অনুচ্চারিত নাম শাহজালাল। ইতিমধ্যে বৈশাখী সচ্ছদিনের আড়ালে ,কোনক্ষণে যে পূর্বাকাশে মেঘ জমে ছিল তা কেউ দ্যাখেনি। দিন না ফুরাতেই অন্ধকার নেমে এল জান্নাতদের ঘরে। ঝড়ের ঝাপটা বাতাসে হঠাৎ নিভে গেল জান্নতের হাতে সদ্য প্রজ্জ্বলিত আশার প্রদীপটি। তারপর না থামা বৃষ্টি-জান্নাতের সুরে আষাঢ় শ্রাবন ধারা। আহারে বিহারে, গভীরে বাহিরে বৃষ্টি ভেজা বাতাস ঘুরাফিরা করতো সারা ঘরময়। বাতাস পরিবর্তনের জন্য জান্নাতের স্বামী জান্নাত কে নিয়ে ঘুরল সেন্টমার্টিন থেকে হিমালয়ের পাদদেশ । বিদেশেও গিয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছিল। কিন্তু কোন আশার প্রদীপ আর ধরা দেয়নি। ভাংগা আশা নিয়ে জান্নাত দ্যাখে জীবনের শেষ স্বপ্ন।তার রাত্রি কাঁদে নিরব দীর্ঘ শ্বাসে । হায়রে দুনিয়া!তুমি কতই না ফানুস উড়াও নাটকে নাটকে,আশা বেঁধে মেঘের দেয়ালে উড়াও ঘূর্ণি বাতাস।

ইতিমধ্য সূর্য হেলান দিয়েছে পশ্চিমে। ফসলি জমির আদ্রতা শুকিয়ে পাতায় ধরেছে পাক । আধাঁরের পুর্বে, ঘর গোছাতে জান্নাত আর আশার স্বপ্ন দেখতে চায় না। অভিমানে সে আর পরশীর কাছে আলো ভিক্ষার জন্য যায় না। অন্ধকারের চার দেয়ালের মাঝে সে লুকাতে চায় আলোহীনের লজ্জা।

এমনি ভাবে দিন কাটত, যদিনা জান্নাত একবার আম খাবার ছলে রাজশাহীতে তার এক খালাত ভাইয়ের বাসায় না বেড়াতে যেত। তখন তারা তালইমাড়ি একটি গ্রামে আমের বাগান দেখতে গিয়ে ছিল। গ্রামের থেকে ফেরার পথে তারা দেখল-গ্রামের কিছু লোক একত্রে বসে কিযেন আলোচনা করছে। একটু বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ছেলেরা কাছে গিয়ে দেখল -গ্রাম্য সালিশ বসেছে। সদ্য বিধবা সুরতি এবং তার শিশু কন্যা কে নিয়ে সালিশ। সুরতির বয়স ১৪ কি ১৫ বছর। চোখে মুখে অজানা একটা বিষাদের ছাপ নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আগন্তকদের দিকে তাকায়ে ছিল। তার দিকে তাকালে একবারেই মনে হবে -সুরতি শান্ত একটি সুন্দরী মেয়ে। তবে ইতিমধ্য তাকে মা হতে হয়েছে এবং বিধবাও। সুরতির বাবা খুব গরীব। তার মাও নাই। বিধবা হবার পর শিশু কন্যাকে নিয়ে সে তার বাবার বাড়ীতেই উঠতে হয়েছে।শ্বশুর বাড়ী জায়গা হয়নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে পুনুরায় সুরতির বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু শিশু কন্যা কে নিয়ে বিবাহে কোন বর ই রাজী হয় না। সুরতির শ্বশুড় পক্ষ একটু সচ্ছল থাকলেও তারাও কোমলমতি শিশু কে নিতে রাজী নয়। তাই আজ সালিশিতে নির্ধারণ হবে -শিশুটির দায়ভার কে নিবে? স্নেহের প্রবল আবেগকে চাপা দিতে সুরতি মুখ ঢেকে রাখলেও তার চোখের লোনা জলের ঢেউ বারবারই তা উন্মুক্ত করে দিচ্ছিল। সালিশিতে যখন কোন সুরাহা হচ্ছিল না, তখন হঠাৎ করে জান্নাতের স্বামী সালিশদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠল-''শিশুটিকে যদি আমরা নেই তা হলে কি আপনাদের কি কোন আপত্তি থাকবে''? মনে হচ্ছিল সালিশ সহ উভয় পক্ষই এমনি একটি প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করতে ছিল। জান্নাত তার স্বামীর আচরনে আশ্চর্য না হলেও তার প্রস্তাবনাটি আদৌ পছন্দ করেনি। সে স্রেফ জানিয়ে দিল-তার পক্ষে এ শিশুর ভার নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পরের শিশুকে মানুষ করতে চাইলে আনেক আগেই তা সে নিতে পারত। আল্লাহ যখন তার ভাগ্যে কোন ছেলে মেয়ে রাখেননি তখন অন্যের বাচ্চা সে কিছুতেই পালন করতে রাজী নয়। তা ছাড়া এখন এ বয়সে এটা সম্ভবও নয়। জান্নাতের স্বামী তখন শুধু এটুকুই বলল-শিশুটি কোন জীব জানোয়ারের বাচ্চা নয়।সে একটি মানুষের বাচ্চা। জান্নাত যদি শিশুটির ভার নাও নেয়, তবুও সে শিশুটিকে নিতে বদ্ধপরিকর।

প্রয়োজনে জাকিরের মা সহ সে মিলে শিশুটিকে পালন করবে। জাকিরের মা জান্নাতদের বাসার কাজ করে। জাকিরের মাও জাকিরকে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। একসময়ে ১০/১১ বছরের জাকিরকে নিয়ে জীবনের সন্ধানে ঢাকা শহরে এসেছিল ঝি এর কাজ করতে। কয়েকমাস কাজ করার পর দুই মায়েপুতে মিলে দেশের বাড়ী বরিশালে ফিরছিল রাত্রিগামী দোতালা লঞ্চে। যাবার সময় মেঘনা নদী পাড়ি দেবার পরই বরিশালগামী দুইটি লঞ্চের পরস্পরের প্রচণ্ড ধাক্কায় কিছু যাত্রী নদীতে পড়ে যায়। জাকিরের মা'র জাকিরও ছিল ওই হতভাগ্য যাত্রীদের মাঝে একজন। সেই রাতের অন্ধকারে জাকির যে তার বিধবা মাকে বিদায় দিয়ে গেল তারপর সে আর ফিরে আসেনি। জাকিরের মা শিশুটির কিছুটা হলেও তার পালনের ভার নিতে পারবে বলে বিশ্বাস করে, শিশুটির আত্মীয় স্বজন , তার মা ও গন্যমান্যদের সাথে সুরাহা করে পরের দিনই জান্নাতের স্বামী শিশুটিকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে।

ধারাবাহিকতার বিপক্ষে দাড়িয়ে সমাজ পরিবর্তনের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিতে মেয়েদের একটা জাতিগত দুর্বলতা থাকে। তা অনেকের কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়। অনেকে আবার এর বলয়কেটে উঠতেই পারে না। এখন রাজী না হলেও জান্নাত যে ভবিষ্যতে রাজি হতে পারে, এরকম একটা বিশ্বাস জান্নাতের প্রতি তার স্বামীর ছিল। কেননা তারা উভয়েই তাদের ঘরে একটি সোনামনির পায়ের শব্দের প্রচন্ড অভাব অনুভব করতো। ঢাকাতে ফেরার পর জান্নাত তার স্বামীর সিদ্ধান্ত, শিশুটির বংশ পরিচয়,তার লালন ও সুদুর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা সমালোচনা করেছে। আত্মীয়দের মাঝেও পক্ষবিপক্ষ দাড়িয়ে গেল। শিশুটির প্রতি তার স্বামীর আগ্রহ ও স্নেহ দেখে জান্নাত এর মাঝে জেগে উঠল অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ব্যাকুলতা। বসন্ত বাতাসের সাথে ঘরময় ছড়িয়ে গেল ঘুমপাড়ানীর ছড়া। সুবাসিত কুঞ্জনিকুঞ্জ ভরে উষ্ণ আশার আলোকে । জান্নাতের এখন সকল স্বপ্ন ছোট্ট ফুটফুটে কোমলমতিকে ঘিরে। সে আর অতীতের দিকে চায় না, তার চোখে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নসোনালি আভা। একশ একটা নাম খুঁজে তার সোনামনিটির নাম রেখেছে নিজের নামের সাথে মিল রেখে -লুনি। লুনিই তার মেয়ে, একমাত্র মেয়ে-এ ছাড়া ওর কোন পরিচয় নেই।

২৪/০৬/০৭